" রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী "

①

বহুমুখী প্রতিভার ধনী, আধুনিক সংস্কৃত জগতের অমূল্য রত্ন কবি প্রো. রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর জন্ম 15th Feb-1949-এ মধ্যপ্রদেশ এর সাগর (রাজগড়) জেলায় হয়। প্রো. ত্রিপাঠী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত নাট্যকার, নিবন্ধকার, লেখক, উপন্যাসকার, অনুবাদক, সমীক্ষক, এবং আলোচকরূপে এযাবৎ পণ্ডিত সমাজে অভিনন্দিত হন। প্রো. ত্রিপাঠীর পিতা শ্রী গোকুলপ্রসাদ ত্রিপাঠী সংস্কৃতজ্ঞ - বিদ্যালয় ছতরপুরে সংস্কৃতের প্রাধ্যাপক ছিলেন। 1970-এ সাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.A পাশ করার পর উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-বিভাগে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। অতঃপর 2008 August থেকে 2013 পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, New Delhi তে কুলপতি (Vice-Chancellor) রূপে কার্যভার সম্পন্ন করেন। প্রো. ত্রিপাঠী 1987 থেকে 2005 পর্যন্ত অনেক বার বৈদেশিক যাত্রা করেন। যার মধ্যে - Humboldt University, Holland, Viana, Edinburgh, Bangkok, Silpakorn আদি University তে বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক যাত্রা করেন। রাষ্ট্রীয় এবং অন্তরাষ্ট্রীয় অনেক সম্মানে তাকে ভূষিত করা হয়, যথা- 1976-এ "संस्कृत कवियों के व्यक्तित्व विकास" বিষয়ের উপর উত্তর প্রদেশ সংস্কৃত একাডেমী দ্বারা পুরস্কার, 1979-এ "वाल्मिकिविमर्श" গ্রন্থ উপর পুরস্কার, "कुन्दमाला" নাটকের উপর 1982-তে "রাজশেখর" পুরস্কার, 1993- "लहरीदशकम्" এবং অন্য "কালিদাস সম্মান পুরস্কার", 1994- "संसाधनम्" এবং অন্য দিল্লী একাডেমি এবং কলিকাতার বিশ্বভারতী রাষ্ট্রীয় "হিন্দী রত্ন" সম্মান 2010- পণ্ডিত রাজ জগন্নাথ আদি সম্মানে ভূষিত করা হয়।

প্রো. ত্রিপাঠী নবীন এবং উদার দৃষ্টি সম্পন্ন কবিদের মধ্যে অন্যতম। ত্রিপাঠীর প্রমুখ সাহিত্যিক রচনা যথা — সন্ধানম্, দময়ন্তী, গীতধীবরম্, সমুল্লাসঃ, প্রেক্ষণসপ্তকম্, উপাখ্যানমালিকা, তন্তুলসূক্তিস্বম্, বিক্রমচরিতম্, সন্ধীতা, অভিনবশুকসারিকা, বিক্রমাদিত্য কথা ইত্যাদি ॥

Scanned with CamScanner

"গীতধীবরম্" (ড্ঃ রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী) ②

विपुला धरणी ततोऽपि विपुलः सागरतलविस्तारः।
विपुलतरोऽयं परं त्वदीयः सङ्कल्पाकूपारः॥

এই পৃথিবী অতি বিস্তৃত, কিন্তু সাগর তার থেকেও বিস্তৃত, এবং তার থেকেও বিশাল তোমার ধীবর (Fisherman)-এর নিশ্চয় সংকল্প।

उद्धर धीवर! मनसः क्लेशादात्मनैव चात्मानम्॥

হে ধীবর! নিজের আত্মার দ্বারা নিজের মানসিক ক্লেশাদি কে দমন কর। অর্থাৎ নিজেকে মানসিক ক্লেশ থেকে বাহির কর।

उच्छलिता एते नौकाग्रं ग्रसितुमिवोग्रा मीनाः।
तव भुजदण्डपेशिकामीना आभ्यस्वधिकं पीनाः॥

এই উগ্র বিশালকায় মাছ (মৎস্য) তোমার নৌকাকে গিলতে (গলাধঃকরণ) করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু তোমার এই [struck-out word] বাহুদ্বয় অনেক বেশী পুষ্ট এবং মজবুত॥

दैन्यविहीनं त्वं विस्तारय सुदृढं मनोवितानम्॥

অতএব দৈন্যভাব এর পরিত্যাগ করে দৃঢ়সংকল্পযুক্ত মনের বিস্তার কর।

लहरीसङ्घट्टनादोऽयं तीव्रो जनयति भीतिम्।
नालं प्रसृतामभिभवितुं त्वत्कण्ठनिर्गतां गीतिम्॥

সাগরের এই তীব্রময় তরঙ্গ তোমার মনে ভীতি উৎপন্ন করছে, অতএব তোমার কণ্ঠ হতে নিঃসৃত গান এই তরঙ্গ কে প্রশমিত করতে সক্ষম হবে না।

स्पृशत्यकुण्ठितमागगनान्तं दिग्वलयं तव गानम्॥

তোমার এই গান যেন সমস্ত দিশায় পরিব্যাপ্ত হয়ে গগন কে স্পর্শ করছে।

प्रसरति तमस्तोम एषोऽयं यदपिच्छन्नाकाशः।
कृन्तति किन्तु तवायमथैनमन्तर्दीपप्रकाशः॥

যদিও অন্ধকার হয়ে আসছে, আকাশ তমসাচ্ছন্ন, কিন্তু তোমার হৃদয় থেকে নিঃসৃত এই গান প্রকাশময় হয়ে এই অন্ধকার কে দূর করবে॥

दैन्यविहीनं त्वं विस्तारय सुदृढं मनोवितानम्॥

অতএব দৈন্য মনোভাব পরিত্যাগ করে দৃঢ়নিশ্চয়ী হও। নিজের মনের সংকল্প দৃঢ় কর।

"নৌকামিহ সারং সারং" (প্রো: রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী) ③

"नौकामिह सारं सारम् गन्तास्मि कदाचित्परम् उत्तीर्णः स्यामपि मन्ये -
पारावारमपारम् ॥

এই সংসাররূপী সাগর কে নৌকার দ্বারা আমার কখনো না কখনো তো পার করেই যাব। আমি বিশ্বাসী যে এই অসীম, অনন্ত, অপার, অথৈ জলরাশি আমি পার করবই।

इमा लहर्यो नैव स्युर्नावर्ता इति भवेयुः मनः प्रगुणयाम्यग्रे,
संकल्पं धारं धारम् किं वाऽत्र करिष्यति धारं गन्तास्मि कदाचित् पारम्।

এই ভবসাগর কে পার করার জন্য এই তীব্র তরঙ্গ বাধা হবেনা। আমি আমার সংকল্প কে দৃঢ় করে অবশ্যই এই ভবসাগর পার হবো।

गच्छति पुरः शरीरं धावति चेतस्तीरम् तीरमुज्झितं पृष्ठे
परितः केवलमिह नीरम् नीरमिदं तारं तारं गन्तास्मि कदाचित पारम्॥

মন সম্মুখ দিকে, (পার) চিন্তা করে আমার এই শরীর তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে তীর থেকে আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেই তীর ধীরে-ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে শুধু - জল আর জল। এই জল কে ভেদ-করে, সাঁতরে যেভাবেই হোক, কখনও না কখনও আমি এই সাগর পার করবই॥

सरति समस्तः संसारः प्रोद्वेल्लति पारावारः पारावारे नौका।
नौकायां गतिसञ्चारः। नौकामिह सारं सारं गन्तास्मि कदाचित पारम्॥

এই সম্পূর্ণ জগৎ চলায়মান। যথা সাগরে একের পর এক ঢেউ (তরঙ্গ) ওঠে, আসে, যায়, সেরকমই মানুষের জীবনে - বিপত্তি, দুঃখ, বাধা নিরন্তর আসে এবং চলে যায়। দৃঢ়সংকল্পবান্ ব্যক্তি একজন দক্ষ মাঝির মতন হয়, যে জীবনরূপী নৌকার বিভিন্ন বাধা-বিঘ্নরূপী তরঙ্গ-কে ধৈর্য- এবং বিবেক-এর দ্বারা পার করে। সংসারের বাধা তার গতি কে শিথিল করতে পারে না। কবি এখানে দৃঢ়সংকল্প (Positive thinking)- এর কথা বলেছেন এই কবিতার মাধ্যমে॥

Scanned with CamScanner